আমরা কিভাবে আমাদের ঘরবাড়িগুলোকে ঘুর্ণিঝড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্নরূপে তৈরি করতে পারি ?

ঘুর্ণিঝড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নকশা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো যে কোন উপকরণে তৈরি হতে পারে কিন্তু বেশি ভালো হয় স্থানীয় সহজ প্রাপ্য উপকরণে তৈরি করলে। এখানে বিল্ডিং-এর ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন এবং ঘুর্ণিঝড়ের উপযোগী কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তুতি মূলক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

খসড়া

1 পরিবেশ পরিচিতি এবং স্থান নির্ধারণ

- ঘুর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বসতির আশ্রয়স্থলগুলো এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে বাতাস তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু বাতাসের বিপরীতে নয়। একটি বৃত্তাকার কাঠামো বা ৪৫° ডিগ্রিতে অবস্থিত নকশার বাড়ি বাতাস হতে প্রতিরক্ষা পাবার জন্য খুবই উপযোগী।

- বাড়ীর সামনে বৃক্ষরাজির বাঁফার জোন বা বড় প্রতিবন্ধন স্তর তৈরী করে যা বায়ুর চাপের প্রভাবকে প্রতিহত করে বসতি এবং ঘরবাড়ি রক্ষায় সহায়তা করে।

নোট :
কাঠামোগত সংযোগের ক্ষেত্রে জে হুক, তার, ক্লাম্প, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
নির্মাণ উপকরণগুলি গুণগত মান অবশ্যই ভাল হতে হবে।

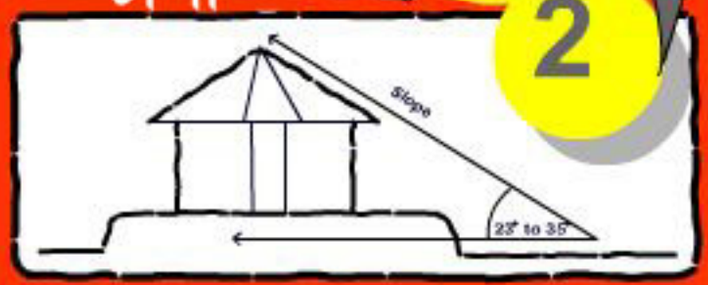

2 চালা

- ঘুর্ণিঝড় প্রবণএলাকায় চালার ঢাল ২৩° হতে ৩৫° মধ্যে করতে সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাল বেশি হলে ঘুর্ণিঝড়ে চাল সহজে উড়ে যায়।
- ঘুর্ণিঝড় এলাকায় দোচালা বিশিষ্ট ঘরের চেয়ে চারচালা বিশিষ্ট ঘরই অধিক কার্যকর।

3 কাঠামোগত বন্ধন ও ফুটিং

কাঠামোগত দৃঢ় বন্ধন :

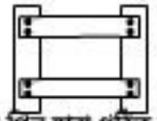

- কাঠামোগত উপকরণগুলির মাঝে দৃঢ় বন্ধন করতে হবে এবং ভূমির সাথে সঠিক ভিত্তিপ্রস্তর ঘটাতে হবে।

চালের সংবন্ধন :

- সঠিক চালা বা বাতাস রুদ্ধকারী সংবন্ধন ঘুর্ণিঝড়ের আঘাত থেকে চাল উড়ে যাওয়া রক্ষা করে।

4

- জানালার অবস্থান যাতে সরাসরি বায়ু চলাচলের উপযোগী হয়।

- জানালার অবস্থান ঘরের কোণার দিকে যাতে না হয়।

5

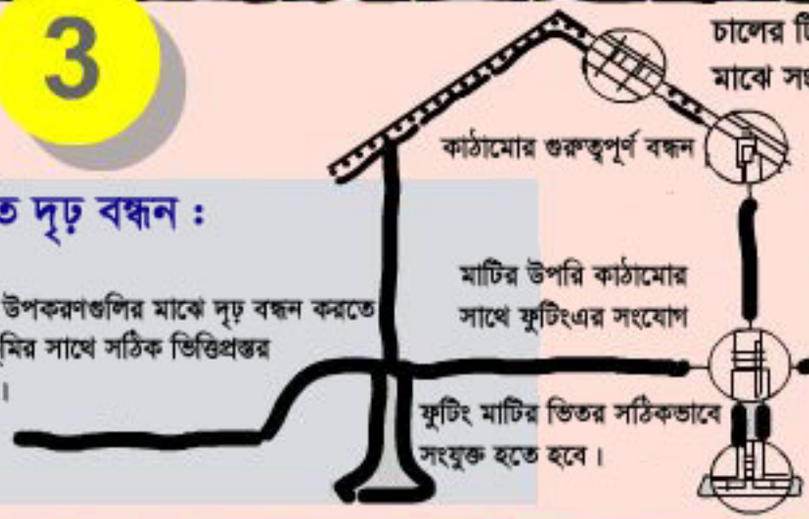

- সঠিকভাবে নির্মিত আড়াআড়ি বন্ধন, ট্রাস এবং ঝড়ের গতি রোধক ঘর হেলে পড়া বা ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে বৃক্ষরোপন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। ভুমিক্ষয় রোধে বৃক্ষরোপন প্রচুর সাহায্য করে।

বাঁশ একটি দ্রুতবর্ধনশীল গাছ এবং ইহা চমৎকারভাবে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত প্রতিহত করে। বাঁশ কার্বনডাই অক্সাইডকে দ্রুত অক্সিজেনে রূপান্তর করে যা বিশ্বকে গরম হওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

বাঁশ বা এই জাতীয় জিনিস দ্বারা সঠিকভাবে নির্মিত গ্রাম্য আবাসন ঘূর্ণিঝড়ের গতিকে ফলপ্রসু ভগ্নকারী হিসাবে কাজ করে।

পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার "ধারণা" ঘূর্ণিঝড় বা বন্যাপ্রবন এলাকার মানুষ বা প্রাণীকূলের জন্য অধিকতর বাস্তবসম্মত ও সম্ভাবনাময়।

বাঁধের ভুলপার্শ্বে স্থায়ী ইমারত বা বাড়ি নির্মাণ করা কখনও উচিৎ নয়।

ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকায় বাড়ির উচ্চতা যথাসম্ভব কম রাখা উচিৎ।

ঘরের বর্ধিত অংশের চালা ৫০ সে.মি. এর বেশি না করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

কাঁদা মাটির তৈরি পোতা ঘরের ভিত্তিকে দুর্বল না হতে সাহায্য করে এবং ঘরের চর্তুদিকের স্থায়ী বাঁধানো অংশ বা নালা ঘরের পোতাকে রক্ষা করে।

খসড়া

এসসিজি
বাংলাদেশ

সিডর আবাসনের সাড়া

নির্মাণ হোক আগের চেয়ে মজবুত!

কারিগরী পরামর্শ